



138238 - যবে ব্যক্তিতার অধীনস্ত কর্মচারীদরেকে বতেন বৃদ্ধিও পদোন্নতিথেকে বঞ্চিত করত সে কভাবে তওবা করবে?

প্রশ্ন

তওবার চতুর্থ শর্ত 'কারো উপর যলুম করে থাকলে হক্বদাররে পাওনা তাকে ফরিয়ে দয়ো' সম্পর্কে আমার প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি যদি হক্বদাররে পাওনা তাকে ফরিয়ে দিতে না পারনে; যমেন তিনি যদি কোন কর্মচারীদরে পরচিলক হয়ে থাকনে এবং তাদরে কোন একজনরে বতেন বৃদ্ধি কমিয়ে দিয়ে কথিবা তাকে প্রাপ্য পদবী না দিয়ে তার উপর অবচির করে থাকনে; এরপর এই পরচিলক অবসর গ্রহণ করনে তার জন্য কি তাওবা করার সুযোগ আছে। তিনি যদি তাওবা করনে তাহলে এই কর্মকর্তাকে তার অধিকার কভাবে ফরিয়ে দবিনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট গুনাহ থেকে তাওবা কবুলরে শর্ত হলো হক্বদারকে তাদরে পাওনা ফরিয়ে দয়ো। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তির কাছে তার কোন ভাইয়ের অবচির সংশ্লিষ্ট পাওনা আছে সে যনে তার ভাইয়ের জন্য তার নকী থেকে কর্তন করে নয়োর আগহে সটো থেকে মুক্ত হয়। কারণ আখরিতে দিনার ও দরিহাম নাই। আর যদি তার নকী না থাকে তাহলে তার ভাইয়ের পাপ থেকে নিয়ে তার উপরে সেগেলো চাপিয়ে দয়ো হবে।[সহিহ বুখারী (৬৫৩৪)]

তাই যদি কেউ কারো থেকে অন্যায়ভাবে কথিবা সুকৌশলে কোন সম্পদ গ্রহণ করে থাকে তাহলে সে যনে তার থেকে মাফ চয়ে নিয়ে কথিবা যবে কোন মাধ্যমে সটো তাকে ফরিয়ে দিয়ে। এক্ষত্রে তাকে জানানো শর্ত নয়। আর যদি সেই ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকে তাহলে যনে তার ওয়ারশিদরেকে প্রদান করে।

আর যদি মজলুমরে কাছে পটৌছতে সক্ষম না হয় তাহলে সে যনে তার পক্ষ থেকে দান করে দিয়ে।

যদি উক্ত সম্পদ ফরিয়ে দিতে না পারে এবং মজলুম থেকে ক্ষমা চাইতেও না পারে তাহলে সে যনে তার মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে তাওবা করে। হতে পারে আল্লাহ কয়ামতরে দনি তার পক্ষ থেকে পরশোধ করে দবিনে।

নববী (রহঃ) ‘রাওয়াতুত ত্বালবীন’ গ্রন্থে (১১/২৪৬) বলেন: আর যদি এর সাথে (গুনাহর সাথে) কোন আর্থিক অধিকার যুক্ত



হয়; যমেন- যাকাত না দয়ো, অন্য়ায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করা, মানুষের সম্পদে কোন অপরাধ করা তাহলে এর সাথে (তাওবার সাথে) দায় মুক্ত হওয়া আবশ্যিক। যমেন যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে, মানুষের সম্পদ তাদেরকে ফরিয়ি দেয়ার মাধ্যমে যদি সটো অটুট থাকে, আর যদি না থাকে তাহলে ক্ষতপূরণ দেয়ার মাধ্যমে। কথিবা হক্বদার থেকে মাফ চয়ে নয়ের মাধ্যমে; যাতে করে হক্বদার তাকে দায়মুক্ত করে দেয়।

যদি হক্বদার সটো না জনে থাকে তাহলে তাকে জানানো আবশ্যিক। যদি হক্বদার অনুপস্থিতি থাকে তাহলে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া আবশ্যিক; যদি সখোন থেকে আত্মসাৎ করে থাকে। যদি হক্বদার মারা যান তাহলে তার ওয়ারশিদরকে সমর্পণ করা। যদি তার কোন ওয়ারশি না থাকে এবং তার কোন খোঁজ না পাওয়া যায় তাহলে এমন কোন বচিরককে সটো হস্তান্তর করবে যার চরতির ও দ্বীনদারিসন্তোষজনক। যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে তা দরদিরদের মধ্যে বণ্টন করে দবি এ নয়িত য়ে তাকে পাওয়া গলে তাকেই ক্ষতপূরণ পরশিোধ করবে...।

যদি অস্বচ্ছল হয় তাহলে স্বচ্ছল হলে ক্ষতপূরণ দেয়ার নয়িত করবে। যদি স্বচ্ছল হওয়ার আগই মারা যায় তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দবিনে।

নববী বলনে: আমি বলব: সহহি সুননাহ্গুলোর বাহ্যিকি মরম অবচারকৃত হক্ব দাবী করাকে সাব্যস্ত করে; এমনকি যদি বি্যক্তি অস্বচ্ছল ও অক্ষম অবস্থায় মারা যায় তবুও; যদি সে গুনাহকারী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যদি এমন কোন অবস্থায় ঋণ নিয়ে থাকে য়ে অবস্থায় ঋণ নয়ো বধৈ এবং মৃত্যু অবধি উক্ত ঋণ পরশিোধে তার অক্ষমতা চলমান থাকে কথিবা ভুলবশতঃ কোন কছি নষ্ট করে থাকে এবং মৃত্যু পরযন্ত ক্ষতপূরণ দতিে সক্ষম না হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আখরিতে তার কাছে সটো আর চাওয়া হবে না। যহেতে তার থেকে কোন গুনাহ হয়না। এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা হচ্ছে তিনি হক্বদারকে এর বনিমিয় দিয়ে দবিনে...।

পক্ষান্তরে, গীবতরে খবর যদি যার গীবত করা হলো তার কাছে না পৌঁছে: আমি আল-হানাত্বী ফতোয়াসমগ্রদে দেখেছি য়ে, তার ক্ষতেরে অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থনা করাই যথেষ্ট। আর যদি যার গীবত করা হলো তার কাছে সংবাদ পৌঁছে থাকে তাহলে তার কাছে এসে তার থেকে মাফ চয়ে নয়ো হলো পদ্ধতি। যদি তার মৃত্যুর কারণে সটো সম্ভবপর না হয় কথিবা দূরবর্তী স্থানে অনুপস্থিতি হওয়ার কারণে সটো সম্ভবপর না হয়: সক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করবে। ওয়ারশিগণ মাফ করে দলিও সটো ধর্তব্য নয়। আল-হানাত্বী এভাবেই উল্লেখ করছেন।[সমাপ্ত]

অতএব আর্থিক অধিকারগুলোর ক্ষতেরে সেগুলো মজলুমকে ফরিয়ি দেয়া আবশ্যিক। আর ভাবগত অধিকারগুলোর ক্ষতেরে অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করাই যথেষ্ট; যদি সটো মজলুম পরযন্ত না পৌঁছে।

আপনি যা উল্লেখ করছেন “কর্মচারীর বতেন বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়া” কথিবা “তাকে তার প্রাপ্য পদবী না দেয়া” এতে আর্থিক সীমালঙ্ঘন ঘটছে। তা হলো সে য়ে সম্পদ পতে সটো থেকে তাকে বঞ্ছতি করা। এবং এতে ভাবগত সীমালঙ্ঘনও ঘটছে।



আর তা হলো তাকে তার উপযুক্ত পদবী থেকে পছিয়ে দেয়া।

সুতরাং আর্থিক অধিকারের ব্যাপারে আপনার উপর আবশ্যিক হলো: এর হক্বাদার থেকে মাফ চয়েে নয়ো কথিবা তাকে এ পরমিাণ সম্পদ পরশিোধ করা যতটুকু সম্পদ থেকে সে আপনার যুলুমরে কারণে বঞ্চিতি হয়ছে।

আপনি যদি কাউকে দিয়ে মজলুমরে কাছে সুপারশি করাতে চান তাহলে আপনি সটো করতে পারনে এবং সুপারশিকারী তার থেকে ক্ষমা চাইতে পারে।

যদি এ দুটোর কোনটি করতে না পারনে তাহলে বেশি বেশি অনুতপ্ততা প্রকাশ করুন এবং ইস্তগিফার করুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে করে আল্লাহ তাআলা কয়িমতরে দিনি আপনার পক্ষ থেকে পরশিোধ করে দনে।

পক্ষান্তরে ভাবগত অধিকারের ক্ষেত্রে মজলুম যদি সটো না জানতে তাহলে কেবেল অনুতপ্ত হওয়া ও ইস্তগিফার করাই যথেষ্ট। আর যদি সে জনে থাকে তাহলে তার থেকে মাফ চাওয়া আবশ্যিক; যদি না এর ফলে বড় ধরণে কোন অঘটনরে আশংকা না করে থাকনে।

আমরা আল্লাহর কাছে দেয়া করছি তিনি যনে আপনার তাওবা কবুল করে ননে, আপনাকে দায় মুক্ত করে দনে এবং আপনাকে তাঁর আনুগত্যরে পথে সাহায্য করনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।